গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারী: এইচএসসি/আলিম পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে আত্মস্থ করা, বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন প্রণেতা এবং প্রশ্ন পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শিক্ষা বোর্ডসমূহের জন্য একটি অত্যাবশকীয় কার্যক্রম।

২০০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালের পর প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকগণের অবসরে চলে যাওয়া ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারীর সংকট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মূল্যায়ন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। তাই বিভিন্ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এইচএসসি ও আলিম পর্যায়ের প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধকগণের জন্য ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে কর্মশালার মাধ্যমে এইচএসসি ও আলিম পর্যায়ের ২৩টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বিষয়ে ৮ জন বিষয় শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছেন। ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণে কলেজ ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্বাহ করছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এইচএসসি/আলিম পর্যায়ে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আমি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির)
সভাপতি
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবি	
১	প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)	সদস্য
৩	জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ইমদাদ জাহিদ	উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৫	প্রফেসর জেসমিন তাসলিমা বানু	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)	সদস্য সচিব

ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি
১	প্রফেসর মোঃ খালিদ হোসেন	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ফোকাল পয়েন্ট)
২	প্রফেসর মোঃ আলী হাসান	অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ
৩	প্রফেসর সালমা আক্তার	অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান
৪	প্রফেসর লিপিকা রানী সাহা	অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
৫	প্রফেসর মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
৬	প্রফেসর রনজিত কুমার সরকার	অধ্যাপক, রসায়ন
৭	জনাব মুহাম্মদ আসলাম খালেদ	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা
৮	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ সূচি			
দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০:৩০	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
দ্বিতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
তৃতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
চতুর্থ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর
পঞ্চম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
ষষ্ঠ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন

প্রতিদিন

- **সকালের চা** **১০: ৩০ - ১১: ০০**
- **দুপুরের খাবার ও বিরতি** **০১: ০০ - ০২: ০০**
- **বিকালের চা** **০৪: ৪৫ - ০৫: ০০**

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী			i
ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি			iii
ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ			iii
প্রশিক্ষণ সূচি			v
সূচিপত্র			vi
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা			vii
	প্রশিক্ষণের বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম		১
২.	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ		৫
৩.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা		৯
৪.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন		১২
৫.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন		১৪
৬.	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য		১৬
৭.	সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন		১৮
৮.	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন		২১
৯.	রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন		২২
পরিশিষ্ট			
১০.	পরিশিষ্ট: ক	শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৭
১১.	পরিশিষ্ট: খ-১	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	২৯
১২.	পরিশিষ্ট: খ-২	মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল	৩০
১৩.	পরিশিষ্ট: গ	শিখনফল ম্যাপ	৩৮
১৪.	পরিশিষ্ট: ঘ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়	৪০
১৫.	পরিশিষ্ট: ঙ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ	৪৪
১৬.	পরিশিষ্ট: চ	উদ্দীপক তৈরিতে নেতিবাচক বিষয় পরিহার সংক্রান্ত পরিপত্র	৪৫
১৭.	পরিশিষ্ট: ছ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪৬
১৮.	পরিশিষ্ট: জ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ	৪৮
১৯.	পরিশিষ্ট: ঝ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক	৫২
২০.	পরিশিষ্ট: ঞ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক	৫৪
২১.	পরিশিষ্ট: ট	সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ	৫৫
২২.	পরিশিষ্ট: ঠ	সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৫৭
২৩.	পরিশিষ্ট: ড	পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন	৬৫

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Aptitude Test	**প্রবণতা বা ঝোঁক নিরূপন অভীক্ষা:** কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ঝোঁক বা প্রবণতা নিরূপন। যেমন, গণিত শেখানোর প্রতি প্রবণতা নিরূপন।
Application	**প্রয়োগ:** পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সক্ষমতা।
Analysis	বিশ্লেষণ: কোন ধারণা বা বস্তু বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত এবং উপাদানসূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
Assessment	**কৃতিত্ব যাচাই:** পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমান নির্ধারণ।
Assessment Instrument	**মূল্যায়ন উপকরণ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।
Backwash Effect	**কোন কাজের ফলাফলের প্রভাব:** যেমন শিখন-শেখানোর উপর পরিচালিত অভীক্ষার ফলাফলের প্রভাব।
Class Test	শ্রেণি অভিক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন- শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Comprehension	**অনুধাবন:** কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুবাদ ইত্যাদি।
Constructivism	**গঠনবাদ:** শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন বিষয়ক তত্ত্ব। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।
Correlation	**সহ-সম্পর্ক:** দুটি চলক এর মধ্যে সম্পর্ক। একটির পরিবর্তন হলে যদি অপরটিরও পরিবর্তন হয় তা হলে বলা হয় চলক দুটির মধ্যে সহ-সম্পর্ক আছে। পরিবর্তন একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে। যেমন-এসএসসি পরীক্ষায় (লিখিত পরীক্ষা) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একই দিকে সহ-সম্পর্ক থাকা প্রাসঙ্গিক।
Criterion Referenced Interpretation	পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ।
Curriculum	**শিক্ষাক্রম:** শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Evaluation	**মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Examination	**পরীক্ষা:** শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Feedback	**ফলাবর্তন:** কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন- ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরিবীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative Assessment	**গঠনকালীন মূল্যায়ন:** শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Higher Order Thinking Skills	**উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা:** বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীল দক্ষতা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।
Intellectual Skill	**বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা:** শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সর্ম্পকিত দক্ষতা। এতে অর্ন্তভূক্ত হয় তথ্য স্মরণ করার সামর্থ্য। কোনো বিষয় বুঝেছে কি না তা প্রকাশ করার দক্ষতা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা। কোনো বিষয়বস্তু/যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উপাদানে/অংশে বিভক্ত করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উপাদান/অংশসমূহ একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার/সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। সৃষ্টি/সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার এবং মতামতের পক্ষে যুক্তি

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
	উপস্থাপনের পারদর্শিতা।
Item Facility Index	**প্রশ্নপত্রের পদের** (Item) **কাঠিন্য-মাত্রা:** এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Item Discrimination Index	**প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ মাত্রা:** প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের প্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনা। উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য করেছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জনা যায়।
Ipsative Referenced	শিক্ষার্থীদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
Knowledge	**জ্ঞান:** তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	**শিখনফল:** পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Leniency in Marking	**নম্বর প্রদানে উদারতা:** শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৃতিত্বের চেয়ে বেশি নম্বর প্রদান এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা। এর ফলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
Marking Scheme/Rubrics	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা:** শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	**পরিমাপ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	পরিশোধনঃ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Norm Referenced Interpretation	পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা। যেমন- এইচএসসি/আলিম/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান।
Randomization of Script	**উত্তরপত্র নমুনায়ন:** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র নির্বাচন।
Raw Score	অশোধিত নম্বর (Raw Score) শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর।
Reliability	**নির্ভরযোগ্যতা:** একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি
Specification Grid	নির্দেশক ছকঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়েনের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বন্টন বা বিন্যাস।
Standardization	**আদর্শায়ন/প্রমিতকরণ:** পরীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর Raw Score পরিসংখ্যানের সূত্র প্রয়োগ করে আদর্শ নম্বরে রূপান্তকরণ।
Statistical Moderation	**পরিসংখ্যানিক পরিশোধন:** পরিসংখ্যানিক বিশে-ষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এক রকম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা।
Summative Assessment	**সামষ্টিক মূল্যায়ন:** কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা,দাখিল পরীক্ষা)।
Synthesis	**সংশ্লেষণ:** কোন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূলভাব বা সারকথা নির্ধারণ।
Syllabus	**পাঠ্যসূচি:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বরের তালিকা।
Validity	**যথার্থতা:** যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে, নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-১
(০৯:০০ - ১০:৩০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় **(পরিশিষ্ট 'ক')**। এই উদ্দেশ্যসমূহ কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য **(পরিশিষ্ট 'খ-১')**। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল **(পরিশিষ্ট 'খ-২')**। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain-বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor

Domain- মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

মস্তিষ্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান (Knowledge), এর পর অনুধাবন (Understanding), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)।

হৃদয় সচল (Affective Domain) এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন- অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

Receiving : সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।

Responding : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

Valuing : কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

Organizing : বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন- স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।

Internalizing : এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠা।

Psychomotor Domain **:** এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

Psychomotor Domain - এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিডিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization: কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

শিখনফল এবং শিখনফল ম্যাপ

- একটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থী কী শিখন অর্জন করবে তার প্রত্যাশাই শিখনফল। অর্থাৎ একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারবে/দক্ষতা অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন বিষয়ের অধ্যায়গুলোর মধ্যে যে শিখনফল দেয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। সাধারণ শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। শিখনফলগুলো যতো সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়ন ততো যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম (এখানে শুধু চিন্তন ক্ষেত্রে বিবেচ্য) তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্যই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রমে একটি বিষয়ের যতগুলো শিখনফল অন্তর্ভুক্ত থাকে তার সবগুলোই একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করাও একজন প্রশ্নপ্রণেতার গুরুদায়িত্ব।

- শিখনফল ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি ছক যেখানে একটি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিখনফলটি যাচাইয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকে। এই ছকের সর্ববামের কলামে (Column) শিখনফলের নম্বর (শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) এবং সর্বোচ্চ সারিতে (Row) অধ্যায় উল্লেখ থাকে। প্রতিটি সেলে একটি বহুনির্বাচনি অথবা সৃজনশীল প্রশ্নের কোন একটি অংশের ক্রমিক নম্বর (প্রশ্নপত্র অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) কোন অধ্যায়ের কোন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য করা হয়েছে তা একনজরে দৃশ্যমান হয়। এর মাধ্যমে একই শিখনফল ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি যেমন রোধ করা যায় তেমনি শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নসেট তৈরি করা সম্ভব হয়। **[পরিশিষ্ট 'গ': শিখনফল ম্যাপ]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাজ-১: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যাকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণের উত্তরের সূত্র ধরে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সমবেত আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলে আলোচনা করে **পরিশিষ্ট 'ঘ'** – প্রথম/দ্বিতীয় পত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং **পরিশিষ্ট 'ট'** থেকে প্রথম/দ্বিতীয় পত্রের সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিখনফল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর নম্বর শিখনফল ম্যাপের **(পরিশিষ্ট 'গ')** সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময় বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল ওভারল্যাপিং ও কনটেন্ট কভারেজ বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-২
(১১:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া।" জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি/সমমান, দাখিল, এইচএসসি/সমমান, আলিম) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। **[পরিশিষ্ট:'ড' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপনসমূহ]**

১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্লুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand): লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate): ক্রাইটেরিয়া, মানদন্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create): নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

জ্ঞান দক্ষতা স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন দক্ষতা স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাবনিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলি বিক্ষেপক (Distractors)। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

জনাব ইমতিয়াজ 'আলোর ধারা' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি সম্প্রতি তার ইউনিয়নের সাথে পাশের ইউনিয়নের জনগনের যাতায়তের জন্য একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করে। তাছাড়াও তার সংস্থাটি অন্যান্য ইউনিয়নের সংযোগ রাস্তাগুলো সংস্কার করে থাকে।			উদ্দীপক	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?			উদ্দীপক/ নির্দেশনা
'আলোর ধারা' সংস্থাটির কাজের সাথে বাংলাদেশের কোন স্থানীয় সরকারের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে ?			নির্দেশনা				
বিকল্প উত্তর	ক.	ইউনিয়ন পরিষদ	বিক্ষেপক	বিকল্প উত্তর	ক.	কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন	সঠিক উত্তর
	খ.	পৌরসভা	সঠিক উত্তর		খ.	সংসদীয় সরকার	বিক্ষেপক
	গ.	উপজেলা পরিষদ	বিক্ষেপক		গ.	পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী	বিক্ষেপক
	ঘ.	পার্বত্য জেলা পরিষদ	বিক্ষেপক		ঘ.	প্রদেশে দ্বৈতশাসন	বিক্ষেপক

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পেপার পেন্সিল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন **(পরিশিষ্ট 'ঙ': বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)** মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও-টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর/প্রয়োগ দক্ষতা স্তর/অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও চিন্তন দক্ষতার স্তর নির্ণয়।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এককভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলোর **(পরিশিষ্ট: 'ঘ')** দক্ষতা স্তর ও ধরন নির্ণয় করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলের পোস্টার টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- যে কোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় অন্য দলের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা যুক্ত করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন ও উপস্থাপন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারবেন; ● বিভিন্ন প্রকারের এবং দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি হয়। মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ তৈরির সময় নিচের বিষয়সমুহ বিবেচনায় নিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক-

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

<u>একটি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (Sequence) না থাকে।</u>

উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে।
- আপনি প্রয়োগ দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে প্রয়োগ করবেন তা বিবেচনায় নিবেন এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে শিক্ষার্থী যৌক্তিকভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তা বিবেচনা করে উদ্দীপকটি তৈরি করবেন।
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক শিখনফলের ভিত্তিতে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পূনরাবৃত্তি ঘটে।
- উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট শিখনফলেও তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অথবা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য একাধিক শিখনফলকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না। **[পরিশিষ্ট 'চ': পরিপত্র]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নীতিমালার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ও উদ্দীপক তৈরির কৌশল সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (**পরিশিষ্ট 'ছ'**) ত্রুটি চিহ্নিত করতে বলবেন;
- দলে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতি দলের ৫/৬টি প্রশ্ন সম্পর্কিত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে নিজে প্রশ্নের ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন;
- ত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করবেন (এক্ষেত্রে **পরিশিষ্ট 'জ'** এর সহায়তা নিবেন);
- উপস্থাপিত কাজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্য দলের দলগত কাজটি সংশোধন করতে বলবেন।

কাজ-২: নীতিমালার আলোকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে উপস্থাপিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে জ্ঞান স্তরের ৩টি, অনুধাবন স্তরের ২টি, প্রয়োগ স্তরের ১টি, অভিন্ন উদ্দীপক থেকে ২টি (প্রয়োগ ১টি ও উচ্চতর দক্ষতা ১টি) মোট ৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন; ● নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতাগণকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তা একটি নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজে বোঝা যাবে।

নির্দেশক ছক (Specification Grid)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যে বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশক ছক তা ব্যাখ্যা করে।
২. নির্দেশক ছকের কলামে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো উল্লেখ থাকে।
৩. দক্ষতার চারটি স্তর ক্রমানুযায়ী সারিতে (Row) সাজানো হয়।
৪. বিষয়বস্তু এবং দক্ষতার স্তর অনুযায়ী প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যাটি ছকের যথাযথ ঘর (Box)-এ বসানো হয়।
৫. শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হয়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বণ্টন করা উচিত।
৬. উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের সক্ষমতার মধ্যে তত বেশি পার্থক্য প্রত্যাশা করা যায়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

জ্ঞান স্তর	-	২৫-৩৫%
অনুধাবন স্তর	-	২৫-৩৫%
প্রয়োগ স্তর	-	১৫-২৫%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর	-	১৫-২৫%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৬০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৪০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য

১. বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার স্তর বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা টেবুলার ফরমেটে ব্যাখ্যা করা।
২. একটি প্রত্যাশিত মানের সঙ্গে এ নির্দেশক ছকের তুলনা করা এবং নির্দেশক ছকের কোথায় সংশোধন দরকার সে বিষয়ে সুপারিশ করা।
৩. নির্দেশক ছকের প্রতিটি ঘর (Box)-এর মধ্যে যে প্রশ্নসংখ্যা রয়েছে তা শিক্ষাক্রমকে যথাযথ প্রতিফলন করে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশক ছকের গুরুত্ব

১. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সমগ্র বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিক হারে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা নির্দেশক ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই এবং দ্রুত বোঝা যায়।
২. পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণের (Post exam. analysis) মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নির্দেশক ছক প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বাড়ির কাজে প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সংশোধন ও উপস্থাপন (৩০+৫০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- যে কোনো দু'টি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিমার্জন ও পূন:উপস্থাপন (৫০+১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠনকৃত দলে বসে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নগুলো পুনরায় পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে (পূর্বে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন চুড়ান্তকরণ ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন (১১৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- অধিবেশনের তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর এবং সমবেত আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের (**পরিশিষ্ট-ঝ**) ধারণা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক দলকে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুপাত অনুসারে **১৫টি প্রশ্নের ১টি সেট** চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- সেট চূড়ান্ত করার প্রয়োজনে প্রতিটি দলকে নতুন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- তৈরিকৃত সেটের সঠিক উত্তরের (**Answer Key**) ছক **(পরিশিষ্ট-ঞ)** পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্ন সেটের আলোকে নির্দেশক ছক পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র, সঠিক উত্তরের (**Answer Key**) ছক ও পূরণকৃত নির্দেশক ছক সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

তৃতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● এক সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

প্রশ্ন পরিশোধন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্ন যথাযথভাবে লিখিত কি না, পরীক্ষার জন্য উপযোগী কি না এবং একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে প্রশ্ন যাচাই বাছাই করা হয় যাতে সুসমন্বিত ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়। পরিশোধন ব্যাতীত প্রশ্নপত্রে দুর্বলভাবে লিখিত প্রশ্ন, একই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি অথবা সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হতে পারে। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রতিটি প্রশ্ন এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন কি না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বণ্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল **তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল** সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ হ্রাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষেপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনভাবেই যেন উত্তর/'উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত' না থাকে।
- সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- একটি প্রশ্নপত্রের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
- পরিশোধকগণ নিশ্চিত করবেন যেন প্রশ্নপত্রের ৬০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৪০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।

- ভাষার সঠিকতা, বিশেষ করে দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা, বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার - এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা।
- ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি সঠিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে কিনা এবং এগুলোর আলোকে তৈরি প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা।
- প্রশ্নপত্রের সার্বিক ভারসাম্য উপযুক্ত ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না, অন্যান্য প্রশ্নের সাথে প্রাবরণ (Overlap) করেছে কি না অথবা বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে প্রাবরণ (Overlap) হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব (২০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিশোধন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (৩৫৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছক পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছকের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

তৃতীয় দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করে প্রতিটি অংশের উত্তর লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ১ ও ২
(০৯:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন; ● গঠন কাঠামো অনুসরণ করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে। পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। [**পরিশিষ্ট 'ট']: সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা]**

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য।

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। উদ্দীপকের সাথে 'গ' ও 'ঘ' অংশের সম্পর্ক হবে প্রত্যক্ষ বা নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় না এনে কোনোভাবেই 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর লেখা সম্ভব হবে না। উদ্দীপকের সাথে 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র থাকবে। 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর লিখার জন্য উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' অংশের প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করতে হবে। এটিই উদ্দীপকের সাথে 'ক' ও 'খ' অংশের পরোক্ষ যোগসূত্র;

- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের প্রশ্নের **সাধারণ বা বিভাজিত শিখনফল/বিষয়বস্তু** অবশ্যই ভিন্ন হতে হবে। কোনোভাবেই বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি (Repetition) বা প্রাবরণ(Overlapping) থাকবে না। এজন্য প্রশ্ন তৈরির শুরুতেই ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ও ‘ঘ’ অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিখনফল/বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে নিতে হবে;
- জীবনঘনিষ্ট তথ্যের আলোকে উদ্দীপকটি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ‘গ’ অংশের উত্তরে পরীক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের কোনো **একটি সুনির্দিষ্ট** তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি প্রয়োগ করার সুযোগ পায় এবং ‘ঘ’ অংশের উত্তরে পাঠ্যবইয়ের **একাধিক** তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করে উচ্চতর দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়;
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক **সাধারণ বা বিভাজিত শিখনফল/বিষয়বস্তুর (কমপক্ষে তিনটি)** আলোকে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পূনরাবৃত্তি ঘটে।
- উদ্দীপকে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর সরাসরি থাকবে না আবার উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনায় না নিয়ে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর লেখাও সম্ভব হবে না। পরীক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞান উদ্দীপকে প্রয়োগ করবে বা বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করবে।

[উদ্দীপক তৈরির কৌশল সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রথম দিবসের অধিবেশন ৩ ও ৪ এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য।]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা (৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;

কাজ-২: গঠন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উপস্থাপন (১৮০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- বাড়ির কাজে প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নটি কাজ-১ এর ধারণার আলোকে এককভাবে সংশোধন করতে বলবেন;
- সংশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোষ্টার/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন;
- উপস্থাপনার ধারণার আলোকে দলের অবশিষ্ট প্রশ্নসমূহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিশোধন করে সংরক্ষণ করতে বলবেন।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics)

একটি উত্তরপত্র যদি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় তবে সেই দু'জন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মাঝে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষকের মানসিক গড়ন (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মেজাজ-মর্জি), শারীরিক অবস্থা (সুস্থতা, ক্লান্তি, অবসাদ) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি একজন পরীক্ষক যদি একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করেন তাহলে সকালে যে নম্বর তিনি দিবেন বিকেলে হয়তো সেই নম্বর নাও দিতে পারেন। নম্বর প্রদানের এই তারতম্য কমিয়ে আনার জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ব্যবহৃত হয়। Rubrics একটি দাঁড়িপাল্লা (পরিমাপক) স্বরূপ যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা হয়। Rubrics সাধারণত দু' রকমের- বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) এবং সার্বিক (Holistic)।

সার্বিক (Holistic): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তাই হচ্ছে সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)। যেমন ১০ নম্বরের একটি রচনায় কখনো একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৮ নম্বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করে নম্বর প্রদান করেছেন অর্থাৎ সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) উপর দখল অথবা নৈপুণ্য/কুশলতা (skill/proficiency) অথবা বোঝার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সাধারণত সামষ্টিক মূল্যায়নের (Summative Assessment) সময় Holistic Rubrics ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষণধর্মী (Analytical): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের ধারাবাহিকতার (degree of difficulty level) আলোকে নম্বর/পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজকে (Performance) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই আলোকে তাকে সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক (feedback) দেয়া যায়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর লিখিত রচনায় দেখা গেল যে বাক্যগঠনে দুর্বলতা রয়েছে। তাহলে শিক্ষক বুঝবেন যে শিক্ষার্থীকে বাক্যগঠনের উপর ফিডব্যাক দিতে হবে। Analytical Rubrics সাধারণত গঠনমূলক মূল্যায়নে (Formative Assessment) এ ব্যবহৃত হয়। এতে করে শিক্ষার্থীও জানতে পারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

শিখনফল Rubrics তৈরির মূল বিবেচ্য বিষয়। যে বৈশিষ্ট্য (Criteria) এর আলোকে শিখনফল অর্জিত হবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা (Discriptor) সুস্পষ্ট হতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কী লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তা Rubrics লেখার সময় প্রথমেই লিখতে হবে। ক্রমান্বয়ে নিচের স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে। **[পরিশিষ্ট 'ঠ': সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর]**

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ (খ) তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। (গ) অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং (ঘ) অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। **ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।**

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়ত তা চিন্তা করতে পারেন নি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে - **এমনটা ভাবা যাবে না**। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে।আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন- কোনো একটি প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পরে পূর্বের প্রশ্নটির (খ) অংশের উত্তর দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ)সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণয়নকারী এবং পরিমার্জনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পান। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এটি শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীদের অনুসরণ/ব্যবহারের জন্য নয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব (৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;

কাজ-২: পরিশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন ও উপস্থাপন (১৩৫ মিনিট)

- প্রতিটি দলের সদস্যকে পূর্বের অধিবেশনে পরিশোধিত সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর প্রণয়ন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে বাড়ির কাজে লেখা বিভিন্ন অংশের উত্তর বিবেচনায় নিতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোষ্টার/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে রুব্রিক্সসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি সংশোধন করে দিবেন।
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে রুব্রিক্সসহ প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে রুব্রিক্সসহ প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন;
- দলে বসে অন্যান্য প্রশ্নসমূহ রুব্রিক্সসহ পরিশোধন করতে বলবেন;

চতুর্থ দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

পঞ্চম দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: রুব্রিক্স নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন উপস্থাপন (২১০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্নের(রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তসহ একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (১৬৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রত্যেক দলকে কাজ-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে ৪টি সৃজনশীল প্রশ্নের ১টি সেট চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের চূড়ান্তকৃত প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র ও রুব্রিক্সসহ নমুনা উত্তর সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

ষষ্ঠ দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ এক সেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন যথাযথ উপায়ে করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে-

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়স্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব (২০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- সৃজনশীল প্রশ্ন পরিশোধনের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্র নীরব পাঠ করতে বলবেন/স্লাইড প্রদর্শন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পরিশোধন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: একটি সৃজনশীল প্রশ্ন (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পরিশোধন ও উপস্থাপন (১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-৩: একসেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র (রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ) পরিশোধন ও উপস্থাপন (২২৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পরিশিষ্ট

কারিকুলাম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

৩. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকচর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৫. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

৬. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

৭. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

৮. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৯. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

১০. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

১১. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১৩. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবনদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

১৪. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

১৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

১৬. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৭. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

১৮. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য

বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন

উদ্দেশ্য

১. পৌরনীতি ও সুশাসন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ ।

২. নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানার মাধ্যমে সুনাগরিকতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

৩. মানবিক গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ় করা।

৪. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশপ্রেমিক যথার্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা।

৫. দেশের আর্থ-সামাজিক বিশেষত রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জানার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হওয়া।

৬. জাতি ও জাতীয়তা, দেশাত্ববোধ, মানবতাবোধ ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৭. ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে জানা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৮. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জন ।

৯. সাম্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

১০. সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্পর্কে জেনে তা অর্জনে আগ্রহী হওয়া।

১১. বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১২. আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য উদঘাটন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।

১৩. ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ সম্পর্কে জানা।

১৪. গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা এবং তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৫. বাংলাদেশের সংবিধান, সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

১৬. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যথাযথ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৭. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৮. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং বিশ্ব নাগরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল

বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র

প্রথম অধ্যায় : পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. পৌরনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. সুশাসনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক ব্যাখা করতে পারবে। ৫. পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।	❖ পৌরনীতি ➢ ধারণা ➢ পরিধি ❖ সুশাসন ➢ ধারণা ➢ বৈশিষ্ট্য ❖ পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ ❖ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের সম্পর্ক : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, জনসংখ্যা ও উনড়বয়ন চর্চা, হিউমেন রাইটস এন্ড জেন্ডার ষ্টাডিজ,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সুশাসন (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সুশাসনের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে করতে পারবে। ৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা উত্তরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূল্যায়ন করতে পারবে। ৬. সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ণ করতে পারবে।	❖ সুশাসন ➢ সমস্যা ➢ সমস্যা সমাধানের উপায় ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ❖ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

তৃতীয় অধ্যায় : মূল্যবোধ, আইন স্বাধীনতা ও সাম্য (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারবে। ৬. স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে সাম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৯. নিজ জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় আগ্রহী হবে।	❖ মূল্যবোধ ➢ ধারণা ➢ শ্রেণিবিভাগ ❖ মূল্যবোধ ও সুশাসন ❖ আইন ➢ ধারণা ➢ শ্রেণিবিভাগ ❖ নৈতিকতা ➢ ধারণা ➢ আইন ও নৈতিকতা ❖ স্বাধীনতা ও সাম্য ➢ ধারণা ➢ শ্রেণিবিভাগ

	➢ পারস্পরিক সম্পর্ক ➢ স্বাধীনতায় সাম্যের গুরুত্ব ❖ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ➢ ধারণা ➢ গুরুত্ব ➢ সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

চতুর্থ অধ্যায় : ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. ই-গভর্নেন্সের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।	❖ ই-গভর্নেন্স ➢ ধারণা ➢ উদ্দেশ্য ➢ বৈশিষ্ট্য ❖ সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স ➢ সুবিধা ➢ প্রতিবন্ধকতা ➢ প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

পঞ্চম অধ্যায় : অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার (১৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. নাগরিক অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশেরে নাগরিক অধিকারের তুলনা করতে পারবে। ৪. তথ্য অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব মূল্যায়ণ করতে পারবে। ৬. কর্তব্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. অধিকারের সাথে কর্তব্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আগ্রহী হবে। ৯. মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. মানবাধিকার রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।	❖ অধিকার ➢ ধারণা ➢ শ্রেণিবিভাগ ❖ বিশ্বায়ন ও নাগরিক অধিকার ❖ নাগরিকের তথ্য অধিকার ➢ বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ➢ নাগরিক জীবনে তথ্য আইনের প্রভাব ❖ কর্তব্য ➢ ধারণা ➢ প্রকারভেদ ❖ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ❖ মানবাধিকার ➢ ধারণা ➢ মানবাধিকারসমূহ ❖ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

ষষ্ঠ অধ্যায় : রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ধারণা করতে পারবে। ২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারি গোষ্ঠীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. নেতৃতের্ব ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবে। ৭. সুশাসন নিশ্চিতকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জনে আগ্রহী হবে।	❖ রাজনৈতিক দল ➢ ধারণা ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ❖ চাপসৃষ্টিকারি গোষ্ঠী ➢ ধারণা ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠি ❖ নেতৃত্ব ➢ ধারণা ➢ প্রকারভেদ ➢ প্রয়োজনীয় গুণাবলি ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

সপ্তম অধ্যায় : সরকার কাঠামো (১৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিনড়ব ধরনের রাষ্ট্রে সরকারের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে। ২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন সভার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ভূমিকা মূল্যায়ণ করতে পারবে। ৪. বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্য নীতির গুরুত্ব মূল্যায়ণ করতে পারবে।	❖ সরকার কাঠামো ❖ আইন সভা : গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ❖ শাসন বিভাগ : গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ❖ বিচার বিভাগ : গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ❖ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ❖ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ❖ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা ❖ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ❖ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্য নীতি

অষ্টম অধ্যায় : জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. জনমতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জনমত গঠনের বাহনসমূহের তুলনা করতে পারবে। ৪. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। ৬. রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমতের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	❖ জনমত ➢ ধারণা ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ বাহন ➢ গণতন্ত্র ও জনমত ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত ❖ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ➢ ধারণা ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

নবম অধ্যায় : জনসেবা ও আমলাতন্ত্র (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. আমলাতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. আমলাতন্ত্রের প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের জবাদিহিতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	❖ আমলাতন্ত্র ➢ ধারণা ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ কার্যাবলি ❖ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

দশম অধ্যায় : দেশপ্রেম ও জাতীয়তা (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. জাতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জাতীয়তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. জাতীয়তার উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. জাতীয়তা নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. দেশপ্রেমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে ৮. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।	❖ জাতি ও জাতীয়তা ➢ ধারণা ➢ উপাদান ❖ জাতীয়তা নির্ধারণ নীতি : সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ❖ দেশপ্রেমের ধারণা ❖ জাতীয়তা ও দেশপ্রেম

বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র (বাংলাদেশ প্রসঙ্গ)

প্রথম অধ্যায় : ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে। ২. ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ ও ১৮৯২-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ও তার প্রতিμিয়া মূল্যায়ণ করতে পারবে। ৭. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার (১৯০৬) প্রেক্ষাপট বর্ণনাা করতে পারবে। ৮. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার (১৯০৬) গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. মর্লে মিন্টু সংস্কার আইনের (১৯০৯) বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের পেক্ষ াপট বর্ণনাা করতে পারবে। ১১. ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট বর্ণনাা করতে পারবে। ১৩. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারবে। ১৫. ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১১. 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে পারবে। ১২. লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৪. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার ব্যার্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৫. স্বাধীন অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৭) বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যার্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে । ১৭. ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ১৮. ব্রিটিশ পরবর্তী রাজনীতিতে ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	❖ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন ❖ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ ❖ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৯২ ❖ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস- ১৮৮৫ ➢ প্রতিষ্ঠার পেক্ষাপট ➢ উদ্দেশ্য ➢ কার্যক্রম ❖ বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ ➢ কারণ ➢ ফলাফল ➢ রদের কারণ ➢ রদের প্রতিক্রিয়া ❖ মুসলিম লীগ, ১৯০৬ ➢ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ➢ উদ্দেশ্য ➢ কার্যক্রম ❖ মর্লে মিন্টু সংস্কার আইন, ১৯০৯ ❖ ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ ➢ পেক্ষ াপট ➢ বৈশিষ্ট্য ❖ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ ➢ প্রেক্ষাপট ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের কার্যকারিতা ➢ গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ❖ প্রাদেশিক নির্বাচন , ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ ➢ প্রেক্ষাপট ➢ ফলাফল ➢ গুরুত্ব ❖ জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি' তত্ত্ব ❖ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০ ➢ প্রেক্ষাপট ➢ প্রস্তাব ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ গুরুত্ব ❖ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা,১৯৪৬ ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ ব্যার্থতার কারণ ❖ স্বাধীন অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, ১৯৪৭ ❖ ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ ➢ প্রেক্ষাপট

	➢ বৈশিষ্ট্য ➢ গুরুত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায় : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১) (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পাকিস্তানের শাসন কাঠামোতে বাঙালিদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান তৈরির প্রেক্ষাপট ও এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ৬-দফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় ছয় দফার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. ছাত্র সমাজের ১১দফা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ১০.ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ণ করতে পারবে। ১৪. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব মূণ্যায়ন করতে পারবে। ১৬. ১৯৭১ সালের (২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করতে পারবে্ ১৭. ১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	❖ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ❖ পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা ❖ পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ❖ বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ❖ ভাষা আন্দোলন-১৯৪৮-১৯৫২ ➢ প্রেক্ষাপট ➢ আন্দোলনের বিভিনড়ব পর্যায় ➢ বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্ব ❖ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ❖ ১৯৫৬ এর সংবিধান ❖ ১৯৫৮ এর সামরিক শাসন ➢ কারণ ➢ ফলাফল ❖ ১৯৬৬ সালের ৬-দফা ❖ ছাত্র সমাজের ১১ দফা ❖ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ❖ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ❖ ১৯৭০ এর নির্বাচন ❖ অসহযোগ আন্দোলন, ২-২৫ মার্চ ১৯৭১ ❖ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ❖ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর)

তৃতীয় অধ্যায় : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. ফারায়েজী আন্দোলনে হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে তিতুমীরের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. শিক্ষা বিস্তারে নবাব আব্দুল লতিফের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অবদান মূল্যায়ণ করতে পারবে। ৬. কৃষক স্বার্থ, শিক্ষা বিস্তার ও বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিকাশে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। ৭. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক অবদান বিশ্লেষণ করতে	❖ হাজী শরীয়তুল্লাহ ❖ **তিতুমীর** ❖ নবাব আব্দুল লতিফ ❖ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ❖ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ❖ হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ❖ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পারবে। ৮. জন অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষক সংগ্রাম পরিচালনায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা মূল্যায়ণ করতে পারবে। ৯. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান মূল্যায়ণ করতে পারবে।	

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের সংবিধান (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২ ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩ বাংলাদেশের সংবিধানে সনিড়ববেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪ বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৫ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংবিধান সংশোধনীসমূহের মূল্যায়ন করতে পারবে।	❖ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ❖ ১৯৭২ সালের সংবিধান ➢ বৈশিষ্ট্য ➢ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ➢ মৌলিক অধিকার ➢ সংশোধনীসমূহ (১ম থেকে ১৫'শ) ❖ সংবিধান সংশোধনী ও সুশাসন

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. জাতীয় সংসদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ২. সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবে। ৫. মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. রাষ্ট্রপতির নির্বাচন,পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৯. অধস্তন আদালতের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ১৩. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ব্যাখ্য করতে পারবে। ১৪. সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. বিভাগীয় প্রশাসনিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. জেলা প্রশাসনের কার্যμম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৭. উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৮. বাংলাদেশের রাজনৈতিক উনড়বয়নে মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	**জাতীয় সংসদঃ** ❖ জাতীয় সংসদের গঠন ও কার্যাবলি ❖ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ❖ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা শাসন বিভাগঃ ❖ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও কার্যাবলী ❖ মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ❖ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন,পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিচার বিভাগঃ ❖ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো ❖ সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ❖ অধস্তন আদালতের কাঠামো ❖ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ❖ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ❖ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ ❖ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ❖ সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলি ❖ বিভাগীয় প্রশাসন ❖ জেলা প্রশাসন ❖ উপজেলা প্রশাসন ❖ মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক

ষষ্ঠ অধ্যায় : স্থানীয় শাসন (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে	❖ স্থানীয় শাসন ➢ ধারণা ➢ গুরুত্ব ❖ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ➢ ধারণা

পারবে। ৫. পৌরসভা গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পৌরসভার কার্যμমে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব করতে পারবে। ১. উপজেলা পরিষদ গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ২. সিটি কর্পোরেশন গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশের উনড়বয়ন কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার (এন.জি.ও) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	➢ গুরুত্ব ❖ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ❖ ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ ❖ পৌরসভা গঠন ও কার্যাবলি ❖ পৌরসভায় জনগণের অংশগ্রহণ ❖ উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ❖ সিটি কর্পোরেশন গঠন ও কার্যাবলি ❖ সিটি কর্পোরেশনে জনগণের অংশগ্রহণ ❖ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ❖ স্থানীয় উনড়বয়নে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা

সপ্তম অধ্যায় : সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশ কর্মকমিশনের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ২. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. এটর্নী জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা মূল্যায়ণ করতে পারবে।	❖ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ❖ বাংলাদেশ কর্মকমিশনের গঠন ও কার্যাবলি ❖ নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ❖ এটর্নী জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ❖ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ❖ দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের (১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৬,২০০১ ও ২০০৮) গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব মূল্যায়ণ করতে পারবে।	❖ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩ ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯ ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬ ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮ ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ (জুন) ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ ❖ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ ❖ নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা ❖ নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

নবম অধ্যায় : বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সার্ক (SAARC) গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সার্কের কার্যμমে সাথে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ণ করতে পারবে। ৪. ওআইসি (OIC) গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ওআইসি'র কার্যμমে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।	❖ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ❖ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য ❖ সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য ❖ সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ❖ ও.আই.সি'র গঠন ও উদ্দেশ্য ❖ ও.আই.সি'র সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ❖ ইউরোপীয় ইউনিয়নের গঠন ও উদ্দেশ্য ❖ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের

৮. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৯. কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. জাতিসংঘ (UNO) গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ১১. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	সম্পর্ক ❖ কমনওয়েলথের গঠন ও উদ্দেশ্য ❖ কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ❖ জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য ❖ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পক

দশম অধ্যায় : নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয় (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে পারবে। ২. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর মানুষকে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত হবে। ৫. দুর্নীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. সমাজ জীবনে দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. দুর্নীতি প্রতিরোধে নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবে। ১০. খাদ্যে ভেজালের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. খাদ্যে ভেজালের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. খাদ্যে ভেজাল রোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. সমাজ জীবনে খাদ্যে ভেজালের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৪. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নিজ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। ১৫. ইভ টিজিং-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. ইভ টিজিং-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৭. সমাজ জীবনে ইভ টিজিং-এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১৮. জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে। ১৯. জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২০. জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২১. জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তির উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২২. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে ভূমিকা পালনে আগ্রহী হবে। ২৩. এইডস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২৪. এইডস-এর লক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২৫. সমাজ জীবনে এইডস-এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। ২৬. এইডস থেকে মুক্তির উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২৭. এইডস প্রতিরোধে নিজ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হবে।	❖ বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী : প্রতিবন্ধি ➢ সমস্যা ➢ সমাধানের উপায় ❖ দুর্নীতি ➢ ধারণা ➢ কারণ ➢ প্রতিকার ❖ খাদ্যে ভেজাল ➢ ধারণা ➢ কারণ ➢ প্রতিকার ❖ ইভ টিজিং ➢ ধারণা ➢ কারণ ➢ প্রতিকার ❖ জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা ➢ ধারণা ➢ কারণ ➢ প্রভাব ➢ নাগরিকের করণীয় ❖ এইডস ➢ ধারণা ➢ লক্ষণ ➢ প্রভাব ➢ নাগরিকের করণীয়

পরিশিষ্ট : ‘গ’

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ...

এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা ২০.....

বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র বিষয় কোড :

LO নং	অধ্যায় ১		অধ্যায় ২		অধ্যায় ৩		অধ্যায় ৪		অধ্যায় ৫		অধ্যায় ৬		অধ্যায় ৭		অধ্যায় ৮		অধ্যায় ৯		অধ্যায় ১০		মোট
	MCQ	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	**MCQ**	**CQ**	
১																					
২																					
৩																					
৪																					
৫																					
৬																					
৭																					
৮																					
৯																					
১০																					
১১																					
১২																					
১৩																					
১৪																					
১৫																					
মোট																					

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ...

এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা ২০....

বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র বিষয় কোড :

LO নং	অধ্যায় ১		অধ্যায় ২		অধ্যায় ৩		অধ্যায় ৪		অধ্যায় ৫		অধ্যায় ৬		অধ্যায় ৭		অধ্যায় ৮		অধ্যায় ৯		অধ্যায় ১০		মোট
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	
১																					
২																					
৩																					
৪																					
৫																					
৬																					
৭																					
৮																					
৯																					
১০																					
১১																					
১২																					
১৩																					
১৪																					
১৫																					
১৬																					
মোট																					

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়
বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র

১. সুশাসনের সামাজিক গুরুত্ব কোনটি?
   ক. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
   খ. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ
   গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা
   ঘ. জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

২. ই-গভর্নেন্স এর প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায় কোনটি ?
   ক. সাইবার হ্যাকারদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না করা
   খ. সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করা
   গ. শুধু শহর এলাকায় প্রযুক্তি সেবা বৃদ্ধি করা
   ঘ. সকল সফটওয়ার এর গোপনীয়তা উন্মুক্ত করা

নিজের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব আব্দুল কাদের ঢাকার বনানীতে পাঁচ কাঠা জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন। তার ছেলে আব্দুল কাইয়ুম পাড়ায় 'জাগরণী' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। এই ক্লাবটি প্রতিবছর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অপরদিকে আব্দুল কাদেরের ছোট ভাই আব্দুল গফুর একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কারখানার শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান করেন। তিনি প্রতিবছর তার আয়ের নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদান করেন।

৩. জনাব আব্দুল কাদেরের ক্ষেত্রে নাগরিকের কোন অধিকারের প্রকাশ ঘটেছে ?
   ক. সামাজিক
   খ. অর্থনৈতিক
   গ. সাংস্কৃতিক
   ঘ. ব্যক্তিগত

৪. আব্দুল কাইয়ুম ও আব্দুল গফুরের কর্মকাণ্ডে যে কর্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে তার ফলে-
   i. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হবে
   ii. রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে
   iii. জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i ,ii ও iii

৫. কোন বিষয়টি মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ?
   ক. ইতিহাস
   খ. সমাজবিজ্ঞান
   গ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
   ঘ. নীতিশাস্ত্র

৬. রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো-
   i. ব্যক্তির রাজনৈতিক মতামত
   ii. বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থার দর্পণ
   iii. সামষ্টিক রাজনৈতিক ভাবনা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় লায়লা অন্যান্য সহকর্মীর তুলনায় অনেক কম বেতনে গার্মেন্টসের চাকুরি করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে সে কর্মদক্ষতা প্রমাণ করে তার সহকর্মীদের সমান বেতন পেতে থাকে। লায়লার ভাই সুমন একটি ব্যাংকের কর্মচারী। সম্প্রতি ম্যানেজারের সাথে মনোমালিন্যের কারণে তার চাকুরি চলে যায়। সুমন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করলে আদালত তাকে চাকুরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেয়।

৭. উদ্দীপকে লায়লা ও সুমনের কর্মকান্ডে যে সাম্য ফুটে উঠেছে তার ফলে -
   i নাগরিকের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়
   ii. জন্মগতভাবে নাগরিকের সমতা রক্ষিত হয়
   iii. ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত হয়
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৮. আমলাতন্ত্রের কাজ কোনটি?
   ক. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা
   খ. আইন প্রনয়নে সহযোগিতা
   গ. সরকারের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা
   ঘ. সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ

৯. জাতীয়তার মূল উপাদান কোনটি ?
   ক. অভিন্ন রাজনৈতিক চেতনা
   খ. একই সীমারেখায় বসবাস
   গ. অভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক চেতনা
   ঘ. একই রীতিনীতিতে বিশ্বাসী

১০. নিচের কোন সংগঠনটির সাথে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ?
   ক. মিজান সাহেবের সংগঠনটি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী পরিবর্তনের জন্য জোটের উপর চাপ সৃষ্টি করে।
   খ. রহিম সাহেবের সংগঠনটি করিমের নাম ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশনে চাপ প্রয়োগ করে।
   গ. শাকিলের সংগঠনটি সংসদে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হরতাল কর্মসূচি পালন করে।
   ঘ. পরিবহন মালিক রহমান সাহেব নিজ সংগঠনের স্বার্থরক্ষার জন্য একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে একটি গাড়ি উপহার দেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়
বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন
খ. সংসদীয় সরকার
গ. পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী
ঘ. প্রদেশে দ্বৈতশাসন

২. বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার হলো -
i নাগরিকের আবাসস্থলের নিরাপত্তা নিজ উদ্যোগে নিশ্চিত করা
ii নাগরিকের নিজের ইচ্ছানুযায়ী চিন্তা ভাবনা প্রকাশের স্বাধীনতা
iii জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একই মর্যাদার অধিকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

মতিন একটি সরকারি অফিসের কেরানি। তার অফিস থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কিন্তু মতিন ট্রেড লাইসেন্স এর ফাইল আটকে রাখেন এবং নানা অজুহাত দেখান। স্পিড মানি ছাড়া সে কোন ফাইল ছাড়ে না। মতিনের বড় ভাই মামুন একজন সুপরিচিত মিষ্টি ব্যবসায়ী। শহরে তার আকর্ষনীয় দু'টি দোকান রয়েছে। সে কারখানায় মেয়াদোত্তীর্ণ গুড়ো দুধ ও ময়দা মিশিয়ে সন্দেশ তৈরি করে। বাসি মিষ্টির সাথে কাপড়ের রং মিশিয়ে কালোজাম তৈরি করে।

৩. মতিন ও মামুনের কর্মকাণ্ডের ফলে -
i. দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
ii. জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাবে
iii. চিকিৎসা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. কোন রাজনীতিবিদ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গঠন করেন ?
ক. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
ঘ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৫. কমনওয়েলথের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনটি ?
ক. যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার সামরিক সম্পর্কের উন্নয়ন
খ. সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের জোরদার
গ. যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন
ঘ. জার্মানী ও বাংলাদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের জোরদার

৬. নিচের কোন ব্যক্তির কাজ জেলা প্রশাসনের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ?
ক. রহিম সাহেব হাসপাতাল নির্মাণে জমির মালিকদের নোটিশ জারি করেন ।
খ. করিম সাহেবের নির্দেশনায় নতুন শিশুশ্রম আইনের প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়।
গ. সালাম সাহেবের নেতৃত্বে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
ঘ. নজরুল সাহেবের তত্ত্বাবধানে দেশের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

৭. বাংলাদেশে প্রথম নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে কোন সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ?
ক. ১৯৮৮
খ. ১৯৯১
গ. ১৯৯৬
ঘ. ২০০১

৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ফলাফলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি ?

ক. ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিবাদ

খ. বাঙালিদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ চেতনার উন্মেষ

গ. পাকিস্তানের মানুষের পৃথক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ

ঘ. স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন দেশ সৃষ্টি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

দৃশ্যপট-১. জনাব ইমতিয়াজ 'আলোর ধারা' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি সম্প্রতি তার ইউনিয়নের সাথে পাশের ইউনিয়নের জনগনের যাতায়তের জন্য একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করে। তাছাড়াও তার সংস্থাটি অন্যান্য ইউনিয়নের সংযোগ রাস্তাগুলো সংস্কার করে থাকে।

দৃশ্যপট-২. কলিম গ্রামের একজন দিনমজুর। তিন মেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগানো তার পক্ষে খুবই কষ্টকর। অভাবের তাড়নায় ৭ম শ্রেণি পড়ুয়া বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক করলে তার বাড়ির কাছের একজন জনপ্রতিনিধি এসে বিয়ে বন্ধ করে দেন। অপরপক্ষে কলিমের বন্ধু বশির খুলনার রুপসা নদীর পাড়ে একটি খাবার হোটেল নির্মাণ করে সংসার চালায়। সম্প্রতি সেখানকার একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি পুলিশের সহায়তায় হোটেলটি উচ্ছেদ করে দেন।

৯. 'আলোর ধারা' সংস্থাটির কাজের সাথে বাংলাদেশের কোন স্থানীয় সরকারের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে ?

ক. ইউনিয়ন পরিষদ

খ. পৌরসভা

গ. উপজেলা পরিষদ

ঘ. পার্বত্য জেলা পরিষদ

১০. কলিম ও বশিরের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কাজের মাধ্যমে-

i নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে

ii মানবাধিকার নিশ্চিত হবে

iii জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ

বিষয় : পৌরনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ?

ক. সরকার গঠন

খ. জনমত গঠন

গ. গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার

ঘ. প্রার্থী মনোনয়ন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২. রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো-

i. ব্যক্তির রাজনৈতিক মতামত

ii. সামষ্টিক রাজনৈতিক ভাবনা

iii. বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থার দর্পণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব আব্দুল কাদের ঢাকার বনানীতে পাঁচ কাঠা জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন। তার ছেলে আব্দুল কাইয়ুম পাড়ায় 'জাগরণী' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। এই ক্লাবটি প্রতিবছর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অপরদিকে আব্দুল কাদেরের ছোট ভাই আব্দুল গফুর একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কারখানার শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান করেন। তিনি প্রতিবছর তার আয়ের নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদান করেন।

৩. জনাব আব্দুল কাদেরের ক্ষেত্রে নাগরিকের কোন অধিকারের প্রকাশ ঘটেছে ?

ক. সামাজিক

খ. অর্থনৈতিক

গ. সাংস্কৃতিক

ঘ. ব্যক্তিগত

৪. আব্দুল কাইয়ুম ও আব্দুল গফুরের কর্মকাণ্ডে যে কর্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে তার ফলে-

i. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হবে

ii. রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে

iii. জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i ,ii ও iii

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ-১)/**১১৪৮**

তারিখ ঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ / ২২ নভেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উদ্দীপকে (Stem) ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি রোধকল্পে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

(ক) পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম না থাকলে প্রশ্নে উদ্দীপক হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সরকার, কোন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অঞ্চলকে নেতিকবাচকভাবে উপস্থাপন করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(গ) বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় অনুষ্ঠানকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঘ) রাষ্ট্র বা জাতিকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঙ) সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন বিষয় ব্যবহার করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(ছ) ধর্ম, তীর্থস্থান, ধর্মীয় স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদিকে অসম্মান করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(জ) কোন অশোভনীয় বা আপত্তিকর ছবি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না

(ঝ) সরকার এবং সমাজ কর্তৃক অননুমোদিত বা অগ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ (যেমনঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি) ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

২। এই পরিপত্রের মর্মানুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। এ পরিপত্রের পরিপন্থী কোন প্রশ্ন প্রনয়ন করা হলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

২২/১১/০৯

(খন্দকার রাকিবুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [জেলার সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসার সকল প্রধান শিক্ষক/সুপারিটেনডেন্ট/অধ্যক্ষকে অবহিত করার অনুরোধসহ]

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বিষয়ঃ পৌরনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

০১. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের প্রতিবাদস্বরূপ কোনটি গৃহীত হয়?
- ক. ছয় দফা কর্মসূচি
- খ. এগার দফা কর্মসূচি
- গ. আঠার দফা কর্মসূচি
- ঘ. একুশ দফা কর্মসূচি

০২. সরকারি আবাসন প্রকল্পে স্বল্পমূল্যে জমি পাওয়া নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার?
- ক. নৈতিক অধিকার
- খ. সামাজিক অধিকার
- গ. অর্থনৈতিক অধিকার
- ঘ. আইনগত অধিকার

০৩. কোনটি দুর্নীতির কারণ নয়?
- ক. প্রচলিত মূল্যবোধ
- খ. ভোগ প্রবণতা
- গ. রাজনৈতিক অঙ্গিকার
- ঘ. ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ

০৪. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ কোনটি?
- ক. রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে সৃংখলার অভাব
- খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার উপেক্ষা
- গ. স্বায়ত্বশাসনের দাবি প্রত্যাক্ষান
- ঘ. আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস

০৫. ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
- ক. ইসলামি প্রজাতন্ত্র
- খ. সংসদীয় সরকার
- গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
- ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

৬. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে -
- i. কৃষি জমিতে ইটের ভাটা স্থাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- ii. কৃষি জমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উৎসাহিত করতে হবে।
- iii. কৃষকদের জন্য জৈব সার সহজলভ্য করতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

০৭. কোনটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য নয়?
- ক. সম-আদর্শে বিশ্বাসী
- খ. দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ
- গ. গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার
- ঘ. জনমতের প্রতি গুরুত্ব

০৮. বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন?
- ক. ড. কামাল হোসেন
- খ. শাহ আব্দুল হামিদ
- গ. মোহাম্মদ উল্লাহ
- ঘ. লর্ড ক্লাইভ

০৯. যখন নাগরিক ভোট প্রদান করে তখন তারা কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে ?
- ক. সামাজিক স্বাধীনতা
- খ. আইনগত স্বাধীনতা
- গ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা
- ঘ. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

১০. জনাব সোহরাওয়ার্দী তার এলাকায় প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেন না। তিনি উক্ত এলাকায় তার দলবল নিয়ে সন্ত্রাস চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত। ফলে এলাকার লোকজন তার ভয়ে তটস্থ থাকে। সম্প্রতি তিনি তার এলাকার এক দরিদ্র রিক্সাচালক রহিম মিয়ার বাড়ি দখল করে নেয়। রহিম মিয়ার নামে চুরির মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী এর কার্যকলাপের মাধ্যমে কোন ধরনের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়?
- ক. সামাজিক অধিকার
- খ. রাজনৈতিক অধিকার
- গ. অর্থনৈতিক অধিকার
- ঘ. নৈতিক অধিকার

১১. সীমা ও রহিম দু'জনেই পোশাক কারখানার শ্রমিক। সীমা প্রতিদিন তার পুরুষ সহকর্মীর সমান কাজ করে। মাস শেষে সীমাকে অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীর সমান পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। সীমা মালিকের কাছে সমান পারিশ্রমিকের দাবি জানালে মালিক তাতে রাজি হয় না।
উদ্দীপকের সীমা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত?
ক. ব্যক্তিগত সাম্য
খ. সামাজিক সাম্য
গ. অর্থনৈতিক সাম্য
ঘ. প্রাকৃতিক সাম্য

১২. মুসলিম আইন মূলত আইনের কোন উৎস থেকে এসেছে ?
ক. প্রথা
খ. ধর্মগ্রন্থ
গ. ন্যায়বোধ
ঘ. আইনসভা

১৩. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানগণ-
ক. পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপিত হয়
খ. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে
গ. আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত হয়
ঘ. জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়

১৪. আইন বিভাগের কাজ কোনটি?
ক. প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত
খ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত
গ. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা
ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক নয়

১৫. স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হলো-
ক. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
খ. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ
গ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ
ঘ. ভৌগলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা

১৬. ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন
খ. প্রদেশে দ্বৈতশাসন
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত
ঘ. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

১৭. কতসালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়?
ক. ১৯০৫
খ. ১৯১১
গ. ১৯০৬
ঘ. ১৯০৯

পরিশিষ্ট : 'জ'

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধ রূপ

বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
১. উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে					
০১.	ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?		০১.	১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?	
	ক.	কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন		ক.	কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন
	খ.	প্রদেশে দ্বৈতশাসন		খ.	প্রদেশে দ্বৈতশাসন
	গ.	যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত		গ.	যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত
	ঘ.	ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ		ঘ.	ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ
২. উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে					
০২.	যখন নাগরিক ভোট প্রদান করে তখন তারা কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে ?		০২.	ভোট প্রদান নাগরিকের কোন ধরনের স্বাধীনতা?	
	ক.	সামাজিক স্বাধীনতা		ক.	সামাজিক স্বাধীনতা
	খ.	আইনগত স্বাধীনতা		খ.	আইনগত স্বাধীনতা
	গ.	রাজনৈতিক স্বাধীনতা		গ.	রাজনৈতিক স্বাধীনতা
	ঘ.	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা		ঘ.	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
৩. উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে					
০৩.	সীমা ও রহিম দু'জনেই পোশাক কারখানার শ্রমিক। সীমা প্রতিদিন তার পুরুষ সহকর্মীর সমান কাজ করে। মাস শেষে সীমাকে অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীর সমান পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। সীমা মালিকের কাছে সমান পারিশ্রমিকের দাবি জানালে মালিক তাতে রাজি হয় না। উদ্দীপকের সীমা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত?		০৩.	পোশাক কর্মী সীমা ও রহিম প্রতিদিন ৮ ঘন্টা কাজ করে কিন্তু সীমাকে রহিমের সমান পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। সীমা মালিকের কাছে সমান পারিশ্রমিকের দাবি জানালে মালিক তাতে রাজি হয় না। উদ্দীপকের সীমা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত?	
	ক.	ব্যক্তিগত সাম্য		ক.	ব্যক্তিগত সাম্য
	খ.	সামাজিক সাম্য		খ.	সামাজিক সাম্য
	গ.	অর্থনৈতিক সাম্য		গ.	অর্থনৈতিক সাম্য
	ঘ.	প্রাকৃতিক সাম্য		ঘ.	প্রাকৃতিক সাম্য
৪. উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি না থাকে।					
০৪.	পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সকল বৈষম্যের প্রতিবাদস্বরূপ কোনটি গৃহীত হয়?		০৪.	পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সকল বৈষম্যের প্রতিবাদস্বরূপ কোন কর্মসূচী গৃহীত হয়?	
	ক.	ছয় দফা কর্মসূচি		ক.	ছয় দফা
	খ.	এগার দফা কর্মসূচি		খ.	এগার দফা
	গ.	চৌদ্দ দফা কর্মসূচি		গ.	চৌদ্দ দফা
	ঘ.	একুশ দফা কর্মসূচি		ঘ.	একুশ দফা

ত্রুটিযুক্ত রূপ			ত্রুটিমুক্ত রূপ		
৫. উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ বোধক হতে হবে।					
০৫.	কোনটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য নয়?		০৫.	কোনটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য?	
	ক.	সম-আদর্শে বিশ্বাসী		ক.	সম-আদর্শে বিশ্বাসী
	খ.	দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ		খ.	দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ
	গ.	গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার		গ.	গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার
	ঘ.	জনমতের প্রতি গুরুত্ব		ঘ.	জনমতের প্রতি গুরুত্ব

৬. না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।					
০৬.	কোনটি দুর্নীতির কারণ নয়?		০৫.	কোনটি দুর্নীতির কারণ **নয়?**	
	ক.	প্রচলিত মূল্যবোধ		ক.	প্রচলিত মূল্যবোধ
	খ.	ভোগ প্রবণতা		খ.	ভোগ প্রবণতা
	গ.	রাজনৈতিক অঙ্গিকার		গ.	রাজনৈতিক অঙ্গিকার
	ঘ.	ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ		ঘ.	ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ
৭. উদ্দীপকে এমন কোনো ইংগিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করে নিতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে					
০৭.	মুসলিম আইন মূলত আইনের কোন উৎস থেকে এসেছে ?		০৭.	'পারিবারিক ও সম্পত্তি আইন' মূলত আইনের কোন উৎস থেকে এসেছে ?	
	ক.	প্রথা		ক.	প্রথা
	খ.	ধর্মগ্রন্থ		খ.	ধর্মগ্রন্থ
	গ.	ন্যায়বোধ		গ.	ন্যায়বোধ
	ঘ.	আইনসভা		ঘ.	আইনসভা

০৮. নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করতে হবে

০৮.জনাব সোহরাওয়ার্দী তার এলাকায় প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেন না। তিনি উক্ত এলাকায় তার দলবল নিয়ে সন্ত্রাস চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত। ফলে এলাকার লোকজন তার ভয়ে তটস্থ থাকে। সম্প্রতি তিনি তার এলাকার এক দরিদ্র রিক্সাচালক রহিম মিয়ার বাড়ি দখল করে নেয়। রহিম মিয়ার নামে চুরির মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী এর কার্যকলাপের মাধ্যমে কোন ধরনের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়?

ক.	সামাজিক অধিকার
খ.	রাজনৈতিক অধিকার
গ.	অর্থনৈতিক অধিকার
ঘ.	নৈতিক অধিকার

০৮. জনাব 'ক' এলাকায় তার দলবল নিয়ে সন্ত্রাস চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত। এলাকার লোকজন তার ভয়ে তটস্থ থাকে। সম্প্রতি তিনি তার এলাকার এক দরিদ্র রিক্সাচালক রহিম মিয়ার বাড়ি দখল করে নেয়। রহিম মিয়ার নামে চুরির মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

জনাব 'ক' এর কার্যকলাপের মাধ্যমে কোন ধরনের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়?

ক.	সামাজিক অধিকার
খ.	রাজনৈতিক অধিকার
গ.	অর্থনৈতিক অধিকার
ঘ.	নৈতিক অধিকার

৯. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে					
০৯.	স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হলো-		০৯.	স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হলো-	
	ক.	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা		ক.	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
	খ.	ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ		খ.	ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা
	গ.	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ		গ.	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করা
	ঘ.	ভৌগলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা		ঘ.	সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ

১০. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে					
১০.	লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানগণ-		১০.	লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানগণ-	
	ক.	পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপিত হয়		ক.	পৃথক নির্বাচন দাবি করে
	খ.	জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে		খ.	জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে
	গ.	আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত হয়		গ.	আঞ্চলিক অখণ্ডতা দাবি করে
	ঘ.	জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়		ঘ.	জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়
১১. পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে					
১১.	বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন?		১১.	বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন?	
	ক.	ড. কামাল হোসেন		ক.	ড. কামাল হোসেন
	খ.	শাহ আব্দুল হামিদ		খ.	শাহ আব্দুল হামিদ
	গ.	মোহাম্মদ উল্লাহ		গ.	মোহাম্মদ উল্লাহ
	ঘ.	লর্ড ক্লাইভ		ঘ.	মওলানা ভাসানী
১২. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে					
১২.	কতসালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়?		১২.	কতসালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়?	
	ক.	১৯০৫		ক.	১৯০৫
	খ.	১৯১১		খ.	১৯০৬
	গ.	১৯০৬		গ.	১৯০৯
	ঘ.	১৯০৯		ঘ.	১৯১১
১৩. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে					
১৩.	১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ কোনটি?		১৩.	১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ কোনটি?	
	ক.	রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব		ক.	দলীয় শৃঙ্খলার অভাব
	খ.	সর্বজনীন ভোটাধিকার উপেক্ষা		খ.	সর্বজনীন ভোটাধিকার উপেক্ষা
	গ.	স্বায়ত্বশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান		গ.	স্বায়ত্বশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান
	ঘ.	আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস		ঘ.	আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস
১৪. বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে					
১৪.	সরকারি আবাসন প্রকল্পে স্বল্পমূল্যে জমি পাওয়া নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার?		১৪.	সরকারি আবাসন প্রকল্পে স্বল্পমূল্যে জমি পাওয়া নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার?	
	ক.	নৈতিক অধিকার		ক.	নৈতিক অধিকার
	খ.	সামাজিক অধিকার		খ.	সামাজিক অধিকার
	গ.	অর্থনৈতিক অধিকার		গ.	অর্থনৈতিক অধিকার
	ঘ.	আইনগত অধিকার		ঘ.	রাজনৈতিক অধিকার

১৫.বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে।

১৫. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে - i. কৃষি জমিতে ইটের ভাটা স্থাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে। ii. কৃষি জমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উৎসাহিত করতে হবে। iii. কৃষকদের জন্য জৈব সার সহজলভ্য করতে হবে। নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii	১৫. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে- i. আবাসিক এলাকায় ইটের ভাটা স্থাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে। ii. কৃষি জমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। iii. কৃষকদের জন্য জৈব সার সহজলভ্য করতে হবে। নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. বিকল্প উত্তরে 'ওপরের সবগুলো সঠিক' - এমন বাক্য পরিহার করতে হবে					
১৬.	১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?		১৬.	১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?	
	ক.	ইসলামি প্রজাতন্ত্র		ক.	দ্বি-কক্ষ আইনসভা
	খ.	সংসদীয় সরকার		খ.	সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
	গ.	যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার		গ.	যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
	ঘ.	উপরের সবগুলো সঠিক		ঘ.	কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন
	১৭.'ওপরের কোনোটিই সঠিক নয়'- এমন বাক্য পরিহার করতে হবে				
১৭.	আইন বিভাগের কাজ কোনটি? ক. প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত গ. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক নয়		১৭	আইন বিভাগের কাজ কোনটি? ক. প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত গ. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ঘ. সংবিধান সংশোধন	

পরিশিষ্ট: 'ঝ'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,....., বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

এইচএসসি/আলিম ২০২... খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: পৌরনীতি ও নাগরিকতা প্রথম পত্র বিষয় কোড:.....

চিন্তন দক্ষতার স্তর	অধ্যায়										মোট প্রশ্ন সংখ্যা	%
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম		
উচ্চতর দক্ষতা												
প্রয়োগ দক্ষতা												
অনুধাবন দক্ষতা												
জ্ঞান দক্ষতা												
মোট												

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,....., বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

এইচএসসি/আলিম ২০২... খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: পৌরনীতি ও নাগরিকতা দ্বিতীয় পত্র বিষয় কোড:.....

চিন্তন দক্ষতার স্তর	অধ্যায়										মোট প্রশ্ন সংখ্যা	%
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম		
উচ্চতর দক্ষতা												
প্রয়োগ দক্ষতা												
অনুধাবন দক্ষতা												
জ্ঞান দক্ষতা												
মোট												

পরিশিষ্ট: 'ঞ'

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ----------/বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড

পরীক্ষার নাম---------- ২০২--- খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর (Answer key)	এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর (Answer key)
০১.		১৬.	
০২.		১৭.	
০৩.		১৮.	
০৪.		১৯.	
০৫.		২০.	
০৬.		২১.	
০৭.		২২.	
০৮.		২৩.	
০৯.		২৪.	
১০.		২৫.	
১১.		২৬.	
১২.		২৭.	
১৩.		২৮.	
১৪.		২৯.	
১৫.		৩০.	

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র

০১. **দৃশ্যপট ১:** জনাব রিয়াজ উদ্দীন একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘদিন যাবত তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে আসছেন। রোগীরা তার কাছে আসলে এক ধরনের ভরসা পায়। ফলে দিন দিন তাঁর রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলছে।

দৃশ্যপট ২: জনাব করিম 'ক' নামক একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে জনগণের সামনে তুলে ধরে সংগঠনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবি করে। দাবি না মানলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনটি সরকার বিরোধী আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকারের পতন ঘটে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। করিমের বড় ভাই রহিম সাহেব 'খ' নামক একটি সংগঠনের সভাপতি। সম্প্রতি সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ১২,০০০ টাকা নির্ধারণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু রহিম সাহেবের সংগঠন বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ন্যূনতম মজুরি ১৬,০০০ টাকা করার দাবি জানায়। তাদের দাবি মানতে সরকার কালক্ষেপণ করে। তখন তারা রাজধানী ও প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং ধর্মঘট শুরু করে। চাপের মুখে সরকার ন্যূনতম মজুরি ১৪,৫০০ টাকা নির্ধারণ করে দেয়।

ক. মানবাধিকার কী ? ১

খ. 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট ১ এ জনাব রিয়াজ উদ্দীনের মধ্যে কোন ধরণের নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট ২ এ 'ক' ও 'খ' সংগঠনদু'টির প্রধান উদ্দেশ্য একই। সংগঠনদু'টি চিহ্নিত পূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

০২. রহিম সাহেবের পরিবারে ৭ জন সদস্য। সম্প্রতি তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সপরিবারে বিয়ের দাওয়াত আসে। তিনি পরিবারের সকলকে এক জায়গায় ডেকে বসেন। তার স্ত্রী ও বড় ছেলে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে চাইলেও রহিম সাহেব একাই যাবেন সিদ্ধান্তটি সবাইকে জানিয়ে দেন। রহিম সাহেবের বড় ভাই সালাম সাহেবের 'সমাধান' নামক একটি সংস্থা রয়েছে। সংস্থাটির অনেকগুলো শাখা বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে। শাখা অফিসের প্রধানদের তিনি নিয়োগ দেন। শাখা অফিস থেকে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি চেয়ে সালাম সাহেবের অফিসে পাঠালে তিনি তা বাতিল করে দেন। অপরদিকে, তার বন্ধু কালাম সাহেব 'শিশু নিলয়' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। এই প্রতিষ্ঠানে পনেরোটি শাখা রয়েছে। প্রতিবছর শাখাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালক নিযুক্ত হয়। একজন শাখা পরিচালক রহিম সাহেব তার শাখার কর্মীদের জন্য মটরসাইকেল কেনার প্রস্তাব পাঠালে কালাম সাহেব তাদের শাখার বিষয়ে নিজেদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন।

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী? ১

খ. সুষ্ঠু জনমত গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রহিমের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সালাম ও কালাম সাহেবের প্রতিষ্ঠানের সাথে যে ধরনের সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশে কোনটি অধিক কার্যকর বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণসহ মতামত দাও। ৪

বিষয় : পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র

০১. আব্দুর রহমান দীর্ঘদিন মাদ্রাসায় পড়াশুনা শেষ করে গ্রামে ফিরে আসেন। একদিন তার ছোট ভাই ইমন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। মা ফকিরের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে আব্দুর রহমান মাকে বুঝিয়ে ইমনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। রহিমের সুস্থ্যতার জন্য মা এক পিরের দরগায় সিন্নী মানত করতে চায়। আব্দুর রহমান মাকে নিয়মিত নামায পড়ে ইমনের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার পরামর্শ দেন। আব্দুর রহমানের চাচা হারুন সাহেব কৃষকদের সমস্যা ও এলাকার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি কৃষকদের জন্য একাধিক সংস্থা তৈরি করেন। এই সংস্থাসমূহ কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা এবং জমির উপর তাদের মালিকানার ব্যবস্থা করেন। তার বন্ধু মামুন সাহেব নিজ এলাকার দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের সংগঠিত করেন। পরবর্তীতে জমির মালিকদের শোষনের বিরুদ্ধে তিনি কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে জমির মালিকগণ তাকে এলাকা থেকে বের করে দেয়। মামুন সাহেব এতে বিচলিত না হয়ে অন্য এলাকার দরিদ্র কৃষকদের সংগঠিত করে তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

ক. বারাসাত বিদ্রোহ কী ? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আব্দুর রহমান এর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন সমাজ সংস্কারকের সাদৃশ্য রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ হারুন সাহেব ও মামুন সাহেবের কর্মকাণ্ডে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদ্বয়ের সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিত করে কৃষকদের জন্য বিধিবদ্ধ আইন প্রনয়ণে কার ভূমিকাকে তুমি অধিকতর বলে মনে কর। বিশ্লেষণ কর। ৪

০২. **দৃশ্যপট ১:** হাবিবুর ও মফিজুর দুইজন বাল্যবন্ধু। হাবিবুর 'ক' নামক একটি সংস্থা পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে ঢাকা কলেজে এবং মফিজুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ পেয়ে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তারা 'ক' সংস্থার অন্য একটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তাদের পদোন্নতি বন্ধ থাকে।

দৃশ্যপট ২: নগরকান্দা উপজেলার একটি সড়ক পাকাকরণের কাজ শেষ করার কয়েকদিন পর রাস্তার বিভিন্ন স্থানে খানা-খন্দ ও ছোট বড় অনেক গর্তের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হলে 'খ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান সত্যতা যাচাইপূর্বক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। প্রতিষ্ঠানটি আদালতের অনুমতি নিয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিক সিরাজকে গ্রেফতার করে। সিরাজের পিতা দেশের সর্বোচ্চ আইনি পদে নিযুক্ত আইনজীবী জনাব রফিক হাসান এর নিকট যান। তিনি রফিক হাসান সাহেবকে তার ছেলের পক্ষে আইনজীবী হবার অনুরোধ করেন। উত্তরে রফিক হাসান সাহেব বলেন এটা আমার কাজ নয়। আমি সরকারকে সবরকম আইনি বিষয়ে পরামর্শ দেই।

ক. স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন কী ? ১

খ. নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট ১ এ উল্লিখিত কাজ কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট ২ এ 'খ' প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক রফিক হাসান সাহেবের ভূমিকার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো? ৪

পরিশিষ্ট: 'ঠ'

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

বিষয়: পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর (Sample Answer)

০১. **দৃশ্যপট ১:** জনাব রিয়াজ উদ্দীন একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘদিন যাবত তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে আসছেন। রোগীরা তার কাছে আসলে এক ধরনের ভরসা পায়। ফলে দিন দিন তাঁর রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলছে।

দৃশ্যপট ২: জনাব করিম 'ক' নামক একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে জনগণের সামনে তুলে ধরে সংগঠনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবি করে। দাবি না মানলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনটি সরকার বিরোধী আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকারের পতন ঘটে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। করিমের বড় ভাই রহিম সাহেব 'খ' নামক একটি সংগঠনের সভাপতি। সম্প্রতি সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ১২,০০০ টাকা নির্ধারণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু রহিম সাহেবের সংগঠন বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ন্যূনতম মজুরি ১৬,০০০ টাকা করার দাবি জানায়। তাদের দাবি মানতে সরকার কালক্ষেপণ করে। তখন তারা রাজধানী ও প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং ধর্মঘট শুরু করে। চাপের মুখে সরকার ন্যূনতম মজুরি ১৪,৫০০ টাকা নির্ধারণ করে দেয়।

ক. মানবাধিকার কী ? ১

খ. 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট ১ এ জনাব রিয়াজ উদ্দীনের মধ্যে কোন ধরণের নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট ২ এ 'ক' ও 'খ' সংগঠনদু'টির প্রধান উদ্দেশ্য একই। সংগঠনদু'টি চিহ্নিত পূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১.ক নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.ক.	১	জ্ঞান	১	মানবাধিকার এর ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১.ক নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্য তা-ই মানবাধিকার।

১.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.খ	২	অনুধাবন	২	অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা দিতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১.খ. নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

অধিকার বলতে বোঝায় সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কর্মকাণ্ডের সুযোগ সুবিধা। রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- ভোটদান নাগরিকের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভোগ করলে অন্যটি পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্য জনের কর্তব্য নির্দেশ করে। যেমন, আমার পথ চলার অধিকার আছে এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকে পথ চলতে দেব। সুতরাং বলা যায় অধিকার ভোগের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে।

১.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দ কৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.গ	৩	প্রয়োগ	৩	বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১.গ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

জনাব রিয়াজ উদ্দীনের মধ্যে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব হলো এমন এক ধরণের নেতৃত্ব যেখানে নেতা তাঁর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের গভীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলকে নেতৃত্ব দেন। এই ধরণের নেতারা তাদের অসাধারণ দক্ষতা ও জ্ঞানের কারণে অনুসারীদের কাছ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং তাদের কাজের প্রতি গভীরভাবে অনুগত থাকেন। উদ্দীপকে আমরা দেখি জনাব রিয়াজ উদ্দীন একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করে এবং দিন দিন তার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি জনাব রিয়াজ উদ্দীনের মধ্যে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

১.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দ কৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১. ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক উভয়ের প্রধান উদ্দেশ্য একই নয় তা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

দৃশ্যপট ২ এ 'ক' নামক সংগঠনটির সাথে রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ আমরা জানি রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য জনগণের কল্যাণে কাজ করা। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে জনমত তৈরির মাধ্যমে সমাধানের জন্য সরকারকে বাধ্য করে। দৃশ্যপট ২ এর 'ক' নামক সংগঠনটি সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে জনমত সৃষ্টি করে এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবি করে। দাবি না মানলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনটি সরকার বিরোধী আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটায়। অতএব 'ক' নামক সংগঠনটির সাথে রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে দৃশ্যপট ২ এ 'খ' নামক সংগঠনটির সাথে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি ব্যক্ত করে এবং তা পূরণ করার চেষ্টা করে। এ গোষ্ঠী সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক স্বার্থের কথা বিবেচনায় না এনে কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি ব্যক্ত করে এবং তা পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। উদ্দীপকে 'খ' সংগঠনটি সম্প্রতি বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ন্যূনতম মজুরি ১৬,০০০ টাকা করার দাবি জানায়। তাদের দাবি মানতে রাজধানী ও প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং প্রতীকী ধর্মঘটের হুমকি দেয়। চাপের মুখে সরকার তাদের দাবী মেনে নয়। 'খ' নামক সংগঠনটির কার্যক্রম ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যক্রম একই। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সরকার গঠন করা। অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিজেদের স্বার্থে সরকারকে প্রভাবিত করা। উদ্দীপকে 'ক' সংগঠনটি আন্দোলন করে নতুন সরকার গঠন করে। উদ্দীপকে 'খ' সংগঠনটি আন্দোলন করে গোষ্ঠী স্বার্থে সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন দাবী আদায় করে । অতএব আমি বলতে পারি যে রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য এক নয়।

০২. রহিম সাহেবের পরিবারে ৭ জন সদস্য। সম্প্রতি তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সপরিবারে বিয়ের দাওয়াত আসে। তিনি পরিবারের সকলকে এক জায়গায় ডেকে বসেন। তার স্ত্রী ও বড় ছেলে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে চাইলেও রহিম সাহেব একাই যাবেন সিদ্ধান্তটি সবাইকে জানিয়ে দেন। রহিম সাহেবের বড় ভাই সালাম সাহেবের 'সমাধান' নামক একটি সংস্থা রয়েছে। সংস্থাটির অনেকগুলো শাখা বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে। শাখা অফিসের প্রধানদের তিনি নিয়োগ দেন। শাখা অফিস থেকে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি চেয়ে সালাম সাহেবের অফিসে পাঠালে তিনি একক ক্ষমতা বলে তা বাতিল করে দেন। অপরদিকে, তার বন্ধু কালাম সাহেব 'শিশু নিলয়' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। এই প্রতিষ্ঠানে পনেরোটি শাখা রয়েছে। প্রতিবছর শাখাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালক নিযুক্ত হয়। একজন শাখা পরিচালক রহিম সাহেব তার শাখার কর্মীদের জন্য মটরসাইকেল কেনার প্রস্তাব পাঠালে কালাম সাহেব তাদের শাখার বিষয়ে নিজেদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন।

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী? ১

খ. সুষ্ঠু জনমত গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. **জনাব** রহিমের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সালাম ও কালাম সাহেবের প্রতিষ্ঠানের সাথে যে ধরনের সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশে কোনটি অধিক কার্যকর বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণসহ মতামত দাও। ৪

২.ক নং প্রশ্নের নম্বর পদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.ক.	১	জ্ঞান	১	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.ক নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হলো সরকারের তিনটি বিভাগ পৃথক থাকবে এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

২.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.খ	২	অনুধাবন	২	জনমত কীভাবে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	জনমত/গণতন্ত্রের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.খ. নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলে। অপরদিকে গণতন্ত্র হলো জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনে জনমতের ভূমিকাই মূখ্য। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাছাড়া সরকারকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সুষ্ঠ ও কল্যাণকামী জনমত অপরিহার্য। সুতরাং বলা যায় সুষ্ঠু জনমত গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত।

২.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দ কৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.গ	৩	প্রয়োগ	৩	একনায়কতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	একনায়কতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	একনায়কতন্ত্র চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.গ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

রহিমের সাথে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। যে ধরণের শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে তাকে একনায়কতান্ত্রিক সরকার বলে। এ ধরণের সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল অন্য কোনো দলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না। ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার না করে শাসকের মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, রহিমের পরিবারে অন্য কোনে সদস্যের মতামতের প্রাধান্য না দিয়ে রহিম নিজের সিদ্ধান্ত অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়। যা একনায়কতান্ত্রিক শাসকের কাজের অনুরুপ। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, রহিমের পরিবারের সাথে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের সাদৃশ্য রয়েছে।

২.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২. ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অধিক কার্যকর তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
		প্রয়োগ	৩	এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

দৃশ্যপট ২ এ সালাম সাহেবের সংস্থার সাথে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সব ধরণের ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। উদ্দীপকে সালাম সাহেবের সংস্থাটির অনেকগুলো শাখা বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে। শাখা অফিসের প্রধানদের সালাম সাহেব নিয়োগ দেন। শাখা অফিস থেকে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি চেয়ে সালাম সাহেবের অফিসে পাঠালে তিনি একক ক্ষমতা বলে তা বাতিল করে দেন। কালাম সাহেবের সংস্থার সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা সাংবিধানিক ভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। উদ্দীপকে কালাম সাহেব প্রতিষ্ঠানের পনেরোটি শাখাসমূহে প্রতিবছর শাখাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে শাখার পরিচালক নিযুক্ত হয়। একজন শাখা পরিচালক রহিম সাহেব শাখার কর্মীদের জন্য মটরসাইকেল কেনার প্রস্তাব পাঠালে কালাম সাহেব তাদের শাখার বিষয়ে নিজেদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। উদ্দীপকে দেখা যায় সালাম সাহেবের 'সমাধান' নামক একটি সংস্থার শাখা অফিসের প্রধানদের সালাম সাহেব নিয়োগ দেন। অনুরুপভাবে এককেন্দ্রীয় সরকারে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারসমূহ কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। তাই স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। অন্যদিকে কালাম সাহেবের 'শিশু নিলয়' সংস্থায় শাখাসমুহের পরিচালকগণ নির্বাচিত প্রতিনিধি। শাখার যে কোনো ব্যাপারে তারাই সিদ্ধান্ত নেন। অনুরুপভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারসমূহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের সরকারসমূহ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব বিকাশ ঘটে। তাই বলা যায় এককেন্দ্রিক সরকার থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ বেশি ঘটে।

বিষয় : পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর (Sample Answer)

০১. আব্দুর রহমান দীর্ঘদিন মাদ্রাসায় পড়াশুনা শেষ করে গ্রামে ফিরে আসেন। একদিন তার ছোট ভাই ইমন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। মা ফকিরের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে আব্দুর রহমান মাকে বুঝিয়ে ইমনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। রহিমের সুস্থ্যতার জন্য মা এক পিরের দরগায় সিন্নী মানত করতে চায়। আব্দুর রহমান মাকে নিয়মিত নামায পড়ে ইমনের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার পরামর্শ দেন। আব্দুর রহমানের চাচা হারুন সাহেব কৃষকদের সমস্যা ও এলাকার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি কৃষকদের জন্য একাধিক সংস্থা তৈরি করেন। এই সংস্থাসমূহ কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা এবং জমির উপর তাদের মালিকানার ব্যবস্থা করেন। তার বন্ধু মামুন সাহেব নিজ এলাকার দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের সংগঠিত করেন। পরবর্তীতে জমির মালিকদের শোষনের বিরুদ্ধে তিনি কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে জমির মালিকগণ তাকে এলাকা থেকে বের করে দেয়। মামুন সাহেব এতে বিচলিত না হয়ে অন্য এলাকার দরিদ্র কৃষকদের সংগঠিত করে তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

ক. বারাসাত বিদ্রোহ কী ? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আব্দুর রহমান এর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন সমাজ সংস্কারকের সাদৃশ্য রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ হারুন সাহেব ও মামুন সাহেবের কর্মকাণ্ডে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদ্বয়ের সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিত করে কৃষকদের জন্য বিধিবদ্ধ আইন প্রনয়ণে কার ভূমিকাকে তুমি অধিকতর বলে মনে কর। বিশ্লেষণ কর। ৪

১.ক নং প্রশ্নের নম্বর পদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.ক.	১	জ্ঞান	১	বারাসাত বিদ্রোহের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.ক নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

ইংরেজ নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক ও সন্ন্যাসীদের সাথে নিয়ে তিতুমীর যে বিদ্রোহ করেছিলেন তাই বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

১.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.খ	২	অনুধাবন	২	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	গণতন্ত্রের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.খ. নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়। তিনি সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। জনগণের ক্ষমতাই সবচেয়ে বড়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ধরে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণমানুষের মুক্তি আনায়নে সচেষ্ট ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি কখনও ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে ব্যালটে বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

১.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.গ	৩	প্রয়োগ	৩	হাজী শরীয়তুল্লাহ'র কর্মকাণ্ডের সাথে উদ্দীপকের সর্ম্পক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	হাজী শরীয়তুল্লাহ'র কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	হাজী শরীয়তুল্লাহ লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.গ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

আব্দুর রহমান এর কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের হাজী শরীয়তুল্লাহ সাদৃশ্য রয়েছে। দীর্ঘদিন তিনি মক্কায় থেকে ইসলামী শিক্ষা লাভের পর দেশে ফিরে আসেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, মুসলমানেরা পীরপূজা, কবরপূজা, দরগায় মানত ইত্যাদি অনৈসলামিক কাজে লিপ্ত। সমাজে প্রচলিত এই কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শুরু করেন এবং ইসলামের ফরজগুলো পালনের উপর গুরুত্ব দেন। উদ্দীপকে দেখা যায় আব্দুর রহমান এর মা ছোট ভাই ইমনকে ফকিরের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এক পিরের দরগায় সিন্নী মানত অনৈসলামিক কাজ লক্ষ্যনীয়। আব্দুর রহমান মাকে নিয়মিত নামায পড়ার তাগিদ দিয়ে ইসলামের ফরজ কাজের প্রতি আহবান জানান। কাজেই আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের সাথে হাজী শরিয়তুল্লাহ'র কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

১.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১.ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে কৃষকদের জন্য বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে যার ভূমিকা অধিকতর ছিল তা উল্লেখ করতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কর্মকাণ্ডের সাথে উদ্দীপকের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

১.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

হারুন সাহেবের সাথে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে । শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ব্রিটিশ ভারতের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি সারাজীবন কৃষক ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে তিনি কৃষকদের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করেন ও জমির উপর কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে দেখা যায় হারুন সাহেবও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন ও নির্বাচনে জয়লাভের পর কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা এবং জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। মামুন সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাদৃশ্য রয়েছে। মওলানা ভাসানী একজন জনদরদি কৃষক নেতা ছিলেন তিনি। তিনি অবিভক্ত ভারতের আসাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারী জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক সম্মেলন ও সমাবেশ আয়োজন করেন। এজন্য জমিদার-জোতদাররা সবসময় ভাসানীকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। উদ্দীপকে দেখা যায় মামুন সাহেব নিজ এলাকার দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের সংগঠিত করেন। পরবর্তীতে জমির মালিকদের শোষনের বিরুদ্ধে তিনি কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে জমির মালিকগণ তাকে এলাকা থেকে বের করে দেয়। মামুন সাহেব এতে বিচলিত না হয়ে অন্য এলাকার দরিদ্র কৃষকদের সংগঠিত করে তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। উদ্দীপকে দেখা যায় হারুন সাহেব কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা ও জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। হারুন সাহেবের অনুরুপ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণ আইন ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রনয়ণ করে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। আমি মনে করি কৃষকদের জন্য বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ভূমিকা সর্বাধিক।

০২. **দৃশ্যপট ১:** হাবিবুর ও মফিজুর দুইজন বাল্যবন্ধু। হাবিবুর 'ক' নামক একটি সংস্থা পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে ঢাকা কলেজে এবং মফিজুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ পেয়ে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তারা 'ক' সংস্থার অন্য একটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তাদের পদোন্নতি বন্ধ থাকে।

দৃশ্যপট ২: নগরকান্দা উপজেলার একটি সড়ক পাকাকরণের কাজ শেষ করার কয়েকদিন পর রাস্তার বিভিন্ন স্থানে খানা-খন্দ ও ছোট বড় অনেক গর্তের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হলে 'খ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান সত্যতা যাচাইপূর্বক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। প্রতিষ্ঠানটি আদালতের অনুমতি নিয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিক সিরাজকে গ্রেফতার করে। সিরাজের পিতা দেশের সর্বোচ্চ আইনি পদে নিযুক্ত আইনজীবী জনাব রফিক হাসান এর নিকট যান। তিনি রফিক হাসান সাহেবকে তার ছেলের পক্ষে আইনজীবী হবার অনুরোধ করেন। উত্তরে রফিক হাসান সাহেব বলেন এটা আমার কাজ নয়। আমি সরকারকে সবরকম আইনি বিষয়ে পরামর্শ দেই।

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী ? ১

খ. নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট ১ এ উল্লিখিত কাজ কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট ২ এ 'খ' প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড চিহ্নিতপূর্বক রফিক হাসান সাহেবের ভূমিকার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো? ৪

২.ক নং প্রশ্নের নম্বর পদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.ক	১	জ্ঞান	১	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.ক নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা বুঝায় যা স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.খ	২	অনুধাবন	২	নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	নির্বাচনের ধারণা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.খ নং প্রশ্নে নমুনা উত্তর

নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে যোগ্য নাগরিকরা ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হলো নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ। নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের নেতৃত্ব নির্বাচন করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার কার হাতে থাকবে তা নির্ধারণ করে। সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকগণের অংশগ্রহণ না থাকলে নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক হয় না।

২.গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২.গ	৩	প্রয়োগ	৩	সরকারী কর্ম কমিশনের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	সরকারী কর্ম কমিশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	সরকারী কর্ম কমিশন চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২.গ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

উত্তর: দৃশ্যপট-১ এ যে প্রতিষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে তা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগের গেজেট প্রকাশ, বাছাই, নিয়োগ, পদোন্নতিসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রতি বছর স্বীয় কার্যাবলির রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে থাকে। উদ্দীপকে হাবিবুর 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে ঢাকা কলেজে এবং মফিজুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ পেয়ে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তারা সংস্থা পরিচালিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তাদের পদোন্নতি বন্ধ থাকে। সুতরাং বলা যায় 'ক' প্রতিষ্ঠানটির সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাদৃশ্য রয়েছে।

২.ঘ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	বরাদ্দকৃত নম্বর	দক্ষতা স্তর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২. ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	৪	দুর্নীতি দমন কমিশন কমিশনের ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রফিক হাসান সাহেবের ভূমিকার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
		প্রয়োগ	৩	দুর্নীতি দমন কমিশনের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক করতে পারলে।
		অনুধাবন	২	দুর্নীতি দমন কমিশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		জ্ঞান	১	দুর্নীতি দমন কমিশন চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে

২.ঘ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

দৃশ্যপট ২ এ 'খ' প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও তদন্ত করে মামলা দায়ের করে। এ প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্দ্যোগে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। আদালতের অনুমতিক্রমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন জনসচেনতা বৃদ্ধি করে ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকে স্থানীয় একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রকাশিত হলে 'খ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান সত্যতা যাচাইপূর্বক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। প্রতিষ্ঠানটি আদালতের অনুমতি নিয়ে ঠিকাদারকে গ্রেফতার করে। সুতরাং বলা যায় 'খ' প্রতিষ্ঠানটির সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে সিরাজের পিতা দেশের সর্বোচ্চ আইনি পদে নিযুক্ত আইনজীবী জনাব রফিক হাসান এর নিকট গেলেন। তিনি সরকারকে সবরকম আইনি বিষয়ে পরামর্শ দেন। সুতরাং রফিক হাসান সাহেবের কাজের সাথে অ্যাটর্নি জেনারেল এর কাজের মিল রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন সরকারের প্রধান আইন বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি বাংলাদেশের সকল আদালতে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। তিনি কোন আসামীর পক্ষে আইনজীবী হতে পারেন না। তাই বলা যায় রফিক হাসান সাহেব মামলা পরিচালনার দায়িত্ব না নেয়াটি যৌক্তিক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- ছকে প্রদর্শিত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এ ছক থেকে পরীক্ষকবৃন্দ পূর্ণ/আংশিক নম্বর প্রদানের দিক নির্দেশনা পাবেন। এটি শিক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয়।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

(ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

(২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

(৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

ম, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০০৮

নং- শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/ ২০০৪/৬৯৪--সংস্কারকৃত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শা:১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা হলো:

১) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি- ''সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি'' হিসেবে বিবেচিত হবে।

২) ২০১০ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বাংলা ১ম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩) ২০১১ সাল হতে পূর্ণাঙ্গভাবে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৪) চলতি বছর ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকেই ৮ম শ্রেণীতে ন্যূনতম পরিসরে হলেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করতে হবে। সংশি-ষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৫) ২০০৯ সাল হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে।

৬) সমতার স্বার্থে এসএসসি'র সমপর্যায়ে মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ২০১১ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের মাদ্‌রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৭) এসএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষা এবং একইভাবে সমমানের মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সংশি-ষ্ট পাবলিক পরীক্ষাতেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মন্ত্রণালয়ের কলেজ এবং মাদ্‌রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৮) সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসইএসডিপি প্রকল্প থেকে প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে স্থাপিত Bangladesh Examinations Development Unit (BEDU) কে আরও কার্যকর **ভূমিকা** পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্ড়ু সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

১১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেণার জন্য এনসিটিবি এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে একটি সেল গঠন করবে। এ সেল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আহ্বান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যতিত ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বিধৃত অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংশি-ষ্ট অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডোরী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসহ সংশি-ষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন করবে।

৩। এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ জুলাই, ২০০৭ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৭/১৩১৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

বাবলু কুমার সাহা
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা-১১)

নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪(অংশ)/৭০৯ তারিখঃ ১ জুলাই, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক বা সমমানের স্তরে বিদ্যমান প্রশ্ন পদ্ধতির স্থলে 'সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিপূর্বেকার নির্ধারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি পর্যালোচনা করে সরকার উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সংশোধিত সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছে:

(ক) পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;

(খ) ২০১১ সালে উপরি-উক্ত বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়সহ সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন শাখায় (মানবিক,বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে,যথা:-

শাখা	বিষয়	
মানবিক শাখা	ভূগোল	সাধারণ বিজ্ঞান
বাণিজ্য শাখা	ব্যবসায় পরিচিতি	সাধারণ বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শাখা	রসায়ন বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান

:

(গ) ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ,৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি বহাল থাকবে।

২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল স্তরে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩। সকল শিক্ষা ধারায় (সাধারণ,মাদরাসা ও কারিগরি) মাধ্যমিক বা সমমান স্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

F:\My Doc File\Nitimal & Others\Proggapon.doc.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০ তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১১ সালে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭টি বিষয় যথা ঃ (১) বাংলা ১ম পত্র (২) ধর্ম (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) সামাজিক বিজ্ঞান (৫) ভূগোল (৬) রসায়ন ও (৭) ব্যবসায় পরিচিতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল পরীক্ষায় (১) বাংলা ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ)/৭০৯ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

২। ২০১২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নোল্লিখিত অতিরিক্ত আরও ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়সমূহ যথা ঃ (১) পদার্থ বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) পৌরনীতি (৬) হিসাব বিজ্ঞান (৭) ব্যবসায় উদ্যোগ (৮) বাণিজ্যিক ভূগোল (৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১০) কৃষি শিক্ষা ও (১১) কম্পিউটার শিক্ষা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় (১) রসায়ন (২) সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) কোরআন মাজিদ বিষয়সমূহের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে।

৪। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় আসবে না।

৫। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ২২/০৩/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০/১(১৪) তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

(১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(২) প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(৪) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
(৬) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৭) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
(৮) ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
(৯) অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
(১০) ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক, বাংলা, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (গাজী ভবন, ৬ সি, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা)।
(১১) প্রফেসর হাসপিয়া বশির উল্লাহ, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(১২) জনাব রবিউল কবীর চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৩) গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, পরামর্শক (কারিকুলাম), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

২২/৩/২০১০
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০ তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। **প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ**

সৃজনশীল প্রশ্ন	৬০
বহু নির্বাচনী প্রশ্ন	৪০
মোট	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে ইহা জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ০৭/০৬/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০ তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৮। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

9/6/2010
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুনগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় (১) বাংলা প্রথমপত্র ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিম পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়টি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৬/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
☎ ৭১৬৪৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৭ তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৬০	৪০	-	১০০
রসায়ন	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৭/১(১২০৭) তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(নুসরী জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	৬০	৪০		১০০
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ	৬০	৪০		১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৬/০২/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ---------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৮-০২-১২
(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুণগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় (১) কম্পিউটার শিক্ষা, (২) পদার্থ বিজ্ঞান ও (৩) জীব বিজ্ঞান বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)

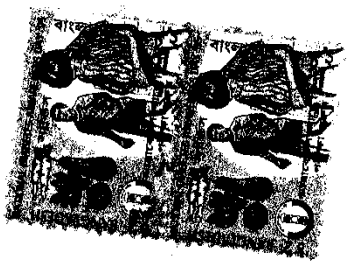

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি, ২০১৫ সালের এসএসসি/দাখিল এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। **প্রশ্নের মানবণ্টন হবে নিম্নরূপ :**

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর	বাস্তবায়নকাল
১.	জেএসসি/জেডিসি	গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৪
২.	এসএসসি/দাখিল	গণিত ও উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৫
৩.	এইচএসসি/আলিম	উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৭

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/=
তারিখ: ১৯/০৯/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(এ জেড এম নূরুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইলঃ sas_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা-২০১৬ এবং দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৭ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২। পরীক্ষার নাম, বাস্তবায়নকাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নম্বর বিভাজন :

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
দাখিল	২০১৬	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	পূর্ণনম্বর : ১০০		১০০	নাই	৪০	৬০
এইচএসসি	২০১৬	২. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৩. যুক্তিবিদ্যা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		৫. ফিন্যান্স ব্যাঙ্কিং ও বীমা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP), Sec-11 Mof\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৬	৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৭. ভূগোল	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
আলিম	২০১৬	৮. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৯. পদার্থবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khandoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
আলিম	২০১৬	১১. পৌরনীতি ও সুশাসন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
দাখিল	২০১৭	১৩. কৃষি শিক্ষা	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৪. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ৫০		-	২৫	২৫	-
এইচএসসি	২০১৭	১৬. কৃষি শিক্ষা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৭. পরিসংখ্যান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৮. মনোবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-1 L Mat\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	১৯. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২০. শিশুর বিকাশ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২১. খাদ্য ও পুষ্টি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২২. গৃহব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২৩. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছেদ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP). Sec-11, MoF\Proggapn doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	২৪. ইসলাম শিক্ষা	পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৪.২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ : ১৯.১১.২০১৪
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৬। যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) [তাঁর অধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)]।
৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১২.১১.১৪

(কাউসার নাসরীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইল : sas_sec2@moedu.gov.bd

নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৬.০০৭.২০১৬ –১২৪

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে প্রধান পরীক্ষককে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০০ প্রধান পরীক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকদের সহায়তায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধান করে পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

১.০ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি এবং উত্তরপত্র বাছাই

১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-চ অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। কোন কারণে প্রশ্নপত্র প্রণেতাগণ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করে না থাকলে যেদিন যে বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানাবেন। উক্ত ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকের মধ্য থেকে ৩ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics/Marking Scheme) ও নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করবেন এবং অপর ৩ জন Script Room থেকে তিন ধরনের (উত্তম, মধ্যম এবং দুর্বল মানের) উত্তরপত্র বাছাই করবেন। এ কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট থেকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর এবং বাছাইকৃত তিন ধরনের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনই বুঝে নেবেন।

১.৩ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ মোট ২০ জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের উপর প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে শুধু প্রধান পরীক্ষকগণই আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের কম প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকসহ ২০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

১.৪ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিটি উত্তরপত্রের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

১.৫ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রতিটি নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরেরও ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

২.০ নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) কর্মশালা

২.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষককে নিয়ে দিনব্যাপী নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনা করবেন। এ কর্মশালাসমূহ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

২.২ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় পূর্বে প্রণীত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরিমার্জন/পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হবে এবং উপস্থিত পরীক্ষকগণের মধ্যে নম্বর প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর বুঝে নেবেন।

২.৩ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে বুঝে নেয়া চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী ফটোকপি করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক এর সংখ্যা যদি ১০০ জন হয় তবে ১০০ কপি চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও উত্তরপত্র ফটোকপি করতে হবে।

চলমান পাতা/-২